# তাকওয়া

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানুর রহিম।

আজকের আলচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে 'তাকওয়া'। তিন অক্ষর "ওয়াও", "ক্বাফ" ,"ইয়া" দ্বারা ৮টি ফরমে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কুরআন মজীদে ২৫৮ বার এসেছে। তাকওয়া শব্দের অর্থ 'আল্লাহর ভয়', 'ধর্মানুরাগ','আল্লাহর ব্যাপারে সচেতন হওয়া',আল্লাহর আদেশ নিশেধের ব্যাপারে সদা সচেতন'।

"মুত্তাকী" অর্থ "যিনি আল্লাহকে ভয় করেন"। "যিনি আল্লাহর আদেশ নিষেধের ব্যাপারে সদা সচেতন, ধার্মিক ইত্যাদি।

আল্লাহ তায়'লা পবিত্র কুরানুল করীমে ইরশাদ করেনঃ

১। সুবিচার করিবে ইহা তাকওয়ার নিকটতর।

সুরা ৫ আল মায়িদা ,আয়াতঃ ৮

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ
لِلتَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝٨

হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকিবে ; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করিবে, ইহা তাক্‌ওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে, তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাহার সম্যক খবর রাখেন।

Click here

২। সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সহযোগিতা করিবে।

সুরা ৫ আল মায়িদা, আয়াতঃ২

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا
مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ؕ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَ
تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌র নিদর্শনের, পবিত্র মাসের, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুর, গলায় পরান চিহ্নবিশিষ্ট পশুর এবং নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় পবিত্র গৃহ অভিমুখে যাত্রীদের পবিত্রতার অবমাননা করিবে না। যখন তোমরা ইহ্‌রামমুক্ত হইবে তখন শিকার করিতে পার। তোমাদেরকে মস্‌জিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়ার কারণে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও তাক্‌ওয়ায় তোমরা পরস্পর সহযোগিতা করিবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সহযোগিতা করিবে না। আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ শাস্তিদানে কঠোর।

Click here

৩। এবং তাকওয়ার পরিচ্ছদ, ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট।

সুরা ৭ আল আ'রাফ, আয়াতঃ২৬

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ؕ وَ
لِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকিবার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়াছি এবং তাক্ওয়ার পরিচ্ছদ, ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাহাতে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

৪। আত্মসংযমই(তাকওয়া) শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমাকে (আল্লাহকে) ভয় কর।

সুরা ২ আল বাকারা ,আয়াতঃ১৯৭

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَ لَا
فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ
وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

হজ্জ হয় সুনির্দিষ্ট মাসসমূহে। অতঃপর যে কেহ এই মাসগুলিতে হজ্জ করা স্থির করে তাহার জন্য হজ্জের সময়ে স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নহে। তোমরা উত্তম কাজের যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করিও, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।

Click here

৫। মাফ করিয়া দেওয়াই (স্পর্শ করিবার পূর্বে তালাক দিলে মাহরানা যদি স্ত্রী মাফ করিয়া দেয়) তাকওয়ার নিকটতর।

সুরা ২ আল বাকারা,আয়াতঃ২৩৭

وَ اِنۡ طَلَّقۡتُمُوۡهُنَّ مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ تَمَسُّوۡهُنَّ وَ قَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ
فَرِيۡضَةً فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ اِلَّاۤ اَنۡ يَّعۡفُوۡنَ اَوۡ يَعۡفُوَا الَّذِىۡ بِيَدِهٖ
عُقۡدَةُ النِّكَاحِ ؕ وَ اَنۡ تَعۡفُوۡۤا اَقۡرَبُ لِلتَّقۡوٰى ؕ وَ لَا تَنۡسَوُا الۡفَضۡلَ
بَيۡنَكُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ ﴿۲۳۷﴾

তোমরা যদি তাহাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও, অথচ মাহ্‌র ধার্য করিয়া থাক তবে যাহা তোমরা ধার্য করিয়াছ তাহার অর্ধেক, যদি না স্ত্রী অথবা যাহার হাতে বিবাহ-বন্ধন রহিয়াছে সে মাফ করিয়া দেয়; এবং মাফ করিয়া দেওয়াই তাক্‌ওয়ার নিকটতর। তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাশয়তার কথা বিস্মৃত হইও না। তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

৬। যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হইতেই স্থাপিত হইয়াছে তাকওয়ার উপর, উহাই তোমার সালাতের জন্য অধিক যোগ্য।

সুরা ৯ আত তওবা, আয়াতঃ ১০৮, ১০৯।

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿١٠٨﴾

তুমি ইহাতে কখনও দাঁড়াইও না। যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হইতেই স্থাপিত হইয়াছে তাক্ওয়ার উপর, উহাই তোমার সালাতের জন্য অধিক যোগ্য। সেখানে এমন লোক আছে যাহারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ্ পছন্দকরেন।

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

যে ব্যক্তি তাহার গৃহের ভিত্তি আল্লাহ্ভীতি ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করে সে উত্তম, না ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তাহার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে এক খাদের ধসোন্মুখ কিনারায়, ফলে যাহা উহাকেসহ জাহান্নামের অগ্নিতে পতিত হয় ? আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

৭। এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।

সুরা ২০ ত্বহা, আয়াতঃ১৩২

وَ اْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ
نَرْزُقُكَ ؕ وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿۱۳۲﴾

এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও ও উহাতে অবিচলিত থাক, আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাই না; আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দেই এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।

৮। কেহ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করিলে ইহা তো তাহার হৃদয়-সঞ্জাত।

সুরা ২২ আল হাজ্জ, আয়াতঃ৩২

ذٰلِكَ ۫ وَ مَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآىِٕرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿۳۲﴾

ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান এবং কেহ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে সম্মান করিলে ইহা তো তাহার হৃদয়ের তাক্‌ওয়া-সঞ্জাত।

৯।আর তাহাদেরকে (মুমিনদেরকে) তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করিলেন।

সুরা ৪৮ ফাতহ, আয়াতঃ২৬

Click here

إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ
فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ أَلْزَمَهُمْ
كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَ كَانُوْا أَحَقَّ بِهَا وَ أَهْلَهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيْمًا ﴿٢٦﴾

যখন কাফিররা তাহাদের অন্তরে পোষণ করিত গোত্রীয় অহমিকা-অজ্ঞতার যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ্ তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদেরকে স্বীয় প্রশান্তি দান করিলেন ; আর তাহাদেরকে তাক্ওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করিলেন, এবং তাহারাই ছিল ইহার অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।

১০। যাহারা আল্লাহর রসুলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন।

সুরা ৪৯ আল হুজরাত, আয়াতঃ৩

إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ أَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٣﴾

যাহারা আল্লাহ্র রাসূলের সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ্ তাহাদের অন্ত রকে তাক্ওয়ার জন্য পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন। তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

Click here

১১। তোমরা কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ করিও।

সুরা ৫৮ মুজাদালা, আয়াতঃ৯

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَ
الْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَ تَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ۫ وَ
اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝٩

হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, সে পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। তোমরা কল্যাণকর কাজ ও তাক্ওয়া অবলম্বনের পরামর্শ করিও, এবং ভয় কর আল্লাহ্কে যাঁহার নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হইবে।

১২।তিনিই (আল্লাহ) ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী।

সুরা ৭৪ মুদ্দাছ্ছির , আয়াতঃ৫৬

وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۭ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝٥٦

আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেহ উপদেশ গ্রহণ করিবে না, একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করিবার অধিকারী।

১৩। অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়।

সুরা ৯৬ আল আলাক্ব আয়াতঃ১২

اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ۝١٢

Click here

অথবা তাক্ওয়ার নির্দেশ দেয়,

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসুন, আমরা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে সদা সচেতন হই। আল্লাহ ও রসুল নির্দেশিত  পথে দুনিয়ায় নিজেকে  ,পরিবারকে ও অন্যদেরকে পরিচালিত করি।

কোরআন  নিজে বুঝে বুঝে অধ্যায়ন করি, সহী হাদীস বুঝে বুঝে অধ্যায়ন করি এবং সে মোতাবেক দুনিয়ায় জীবন পরিচালিত করি। আশা করা যায় আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের কল্যান দান কর করবেন এবং সব ধরনের বিপদ  মুছিবত থেকে রক্ষা করবেন। আমীন ।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লহি ওয়াবারাকাতুহু।

.....